দৈনিক
ইত্তেফাক

28 MAY 2017

ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়

পিরোজপুরের নাজিরপুরে এইচএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে ১৫ লক্ষ টাকা হাতাইয়া নেওয়ার অভিযোগ উঠিয়াছে। উপজেলার ৯টি কলেজের মোট ১ হাজার ৮৮৭ জন পরীক্ষার্থীর জন্য তিনটি কেন্দ্রে এই ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতেছে। পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের খরচ বাবদ এই টাকা আদায় করা হইয়াছে মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে একটি জাতীয় দৈনিকে। প্রকাশিত সংবাদে পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গিয়াছে, ব্যবহারিক প্রতি বিষয়ের জন্য ২০০ হইতে ৩৫০ টাকা করিয়া আদায় করা হইয়াছে। চাহিদামাফিক অর্থ প্রদান করিতে না পারিলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য করিয়া দেওয়ার হুমকি প্রদান করা হয় মর্মে অভিযোগ রহিয়াছে। যদিও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা এমন অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন। গত ২১ মে একযোগে একাধিক জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ হইয়াছে যে, এইচএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে অবৈধভাবে ১১ লক্ষ টাকা আদায় করা হইয়াছে। কেবল এই বৎসরই নহে, 'নাজিরপুরে ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে অর্থবাণিজ্য' শিরোনামে গত বৎসরও ইত্তেফাকে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

উপজেলা সদরের নাজিরপুর ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জানাইয়াছেন, আইসিটির ব্যবহারিক পরীক্ষা না হইবার কারণে উক্ত বিষয়ে কোনো খরচ নেওয়ার নির্দেশ নাই। তবে অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষার জন্য বহিরাগত অতিথিদের আপ্যায়নসহ বিভিন্ন খরচ বাবদ প্রতিপত্রের জন্য ৭৫ টাকা করিয়া ধার্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ ৭৫ টাকা অবধি অর্থ আদায় ঠিক আছে, তাহার অতিরিক্ত অর্থ আদায় কলেজ কর্তৃপক্ষের অগোচরে হইতেছে। বাস্তবতা হইল, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অগোচরে এত বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ আদায় সম্ভবপর নহে। প্রকৃতপক্ষে এসএসসি ও এইচএসসি ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ঘটনা সারা দেশেরই বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাধারণ চিত্র। অতিরিক্ত ফি এলাকা ও স্কুলভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য আদায়কৃত এই টাকার জন্য কোনো রসিদও দেওয়া হয় না। জানা যায়, ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পুরোটাই 'বাহিরের পরীক্ষকের' মর্জির ওপর নির্ভর করিয়া থাকে। অর্থের বিনিময়ে অথবা অর্থ প্রদানে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করাসহ নানা কৌশল অবলম্বন করা হইয়া থাকে ব্যবহারিকে পূর্ণাঙ্গ নম্বর অর্জনের নিমিত্তে। শিক্ষার্থীদের এই বার্তাও প্রচ্ছন্নভাবে দেওয়া হইয়া থাকে যে, ব্যবহারিক পরীক্ষায় অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক আসিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করেন বিধায় অতিরিক্ত অর্থ প্রদান না করিলে ব্যবহারিক পরীক্ষায় নম্বর কম মিলিবে। তাই, অনেক ক্ষেত্রে ইহা এক ধরনের অলিখিত সমঝোতাও বটে। পুরো বিষয়টি 'ওপেন সিক্রেট' হইলেও স্কুল-কলেজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির তদারকি সংস্থা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং শিক্ষা বোর্ডসমূহ কখনো কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। এই অনিয়ম দিনের পর দিন চলিতে পারে না। সময় আসিয়াছে এই ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
ধন্যবাদ